যুগান্তর

তারিখ 17 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম 2

আসছে গুচ্ছপরীক্ষা পদ্ধতি

এম এইচ রবিন ●

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছভর্তি পদ্ধতি (ক্লাস্টার অ্যাডমিশন) প্রচলনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যালে ভর্তির আদলে ভর্তি নেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এ বিষয়ে সুপারিশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে এ উদ্যোগ নেয় ইউজিসি।

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষা নিয়ে নির্ঘুম রাত কাটে শিক্ষার্থীদের। অনেক সময় দেখা যায়, আগের দিন একটিতে পরীক্ষা দিয়ে পরদিন আরেকটির পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের ছুটতে হয় দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতে অতিরিক্ত সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে গুচ্ছভর্তি প্রচলিত হলে ভোগান্তি ও খরচ কমে যাবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ১৪ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদের কাছে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৫ পেশ করে। এ সময় উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপতি কমিশনকে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তিনি শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘবে গুচ্ছভর্তি পদ্ধতিতে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান গত মঙ্গলবার আমাদের সময়কে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে তরুণ প্রজন্ম যাতে সাফল্যের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার নির্দেশনাও দেন রাষ্ট্রপতি। বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি আরও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে একটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে বলে জানানো হয় রাষ্ট্রপতিকে। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ইউজিসির চেয়ারম্যান তাঁদের গৃহীত নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন ওই সাক্ষাতে।

আবদুল মান্নান আরও বলেন, উচ্চশিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে গুচ্ছভর্তি পদ্ধতি প্রচলনের বিষয়ে অভিপ্রায় ব্যক্ত করে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, তিনি সময় করে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের ডেকে কথা বলবেন।

রাষ্ট্রপতির অভিপ্রায় ব্যক্ত করা মানেই নির্দেশ, তাই ইউজিসি এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে বলেও জানান কমিশনের চেয়ারম্যান।

এদিকে গত ১২ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, আগামীতে এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

আসছে গুচ্ছপরীক্ষা পদ্ধতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ভর্তিপরীক্ষা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। এ দিন রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার জনগণের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলার সময় তিনি এ কথা বলেন। ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য দিতে গিয়ে বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাবেয়া খাতুন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষা দেওয়া ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ বলে উল্লেখ করেন। তিনি মেডিক্যালের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে নেওয়ার অনুরোধ করেন। এর জবাবে ভর্তিপরীক্ষার জটিলতা দূর করতে সরকারের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনলাইনে যদি আমরা ঘরে বসে কেনাকাটা করতে পারি, তাহলে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষা দিতে পারব না? আমরা ভবিষ্যতে সব ভর্তিপরীক্ষাই অনলাইনে করার ব্যবস্থা করব। সন্তানদের দূর-দুরান্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে আশপাশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজগুলোয় গুচ্ছভর্তি পদ্ধতিতে পরীক্ষায় একটি পরীক্ষা দিয়ে পছন্দক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হচ্ছে।

সমন্বিত ভর্তিপরীক্ষা পদ্ধতি শুরু করতে না পারার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই অনেকটা দায়ী করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, সব উপাচার্যকে নিয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরে কেউ কেউ রাজি হননি। এর পেছনে বিশ্ববিদ্যালগুলোয় ভর্তিপরীক্ষা কেন্দ্রিক বিরাট আয় হয়। তবে এ পদ্ধতি চালু আর উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ভর্তিপরীক্ষা হলে কোচিং বাণিজ্য কমে যাবে বলেও মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছভর্তি পদ্ধতি প্রচলনের চিন্তা করে সরকার। তবে চূড়ান্ত কার্যকর সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। এরপর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা ভর্তিপরীক্ষা সমন্বিতভাবে নেওয়ার উদ্যোগ নিলেও সিলেটে স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে তা ভেস্তে যায়।